দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 08 JUL 1992
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

ঢাকা ভার্সিটির দুই ছাত্র ১ বৎসরের জন্য বহিষ্কৃত

রেজানুর রহমান ॥ ভিসির বাসভবনে হামলা এবং অবৈধভাবে টেলিফোন সংযোগের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক ক্ষতি করার দায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(২য় পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

বহিষ্কৃত

(১ম পৃঃ পর)

কর্তৃপক্ষ সৈয়দ ইয়ার আলী ও আসাদুল্লাহ শরীফ মঈন নামে দুইজন ছাত্রকে এক বছরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহিষ্কার করিয়াছে। সৈয়দ ইয়ার আলী সমাজ কল্যাণ ইনষ্টিটিউট, এম, এস, এস শেষ পর্বের এবং মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ শরীফ মঈন এম, এ শেষ পর্ব আরবী বিভাগের ছাত্র। ২৪শে জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিণ্ডিকেটের জরুরী সভায় এই দুই ছাত্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

সৈয়দ ইয়ার আলীর বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের অভিযোগ হইল, ইয়ার আলী ২৭শে মে ভিসির বাসভবনে হামলা করিয়াছে। সিণ্ডিকেটের সিদ্ধান্তে বলা হয়, ২৭শে মে জহুরুল হক হলের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া ভিসির বাসভবনের সম্মুখে কিছুসংখ্যক ছাত্র বিক্ষোভ করার সময় একজন ছাত্র ভিসির বাসভবনের দেওয়াল টপকাইয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়ে। ঘটনা তদন্তের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর এম শাহজাহান মিনা বিষয়টি তদন্ত করিয়া ২২শে জুন সোমবার শৃঙ্খলা পরিষদের সভায় রিপোর্ট পেশ করেন। শৃঙ্খলা পরিষদ রিপোর্টটি পর্যালোচনার পর সিদ্ধান্তে পৌছায় যে, ছাত্রটির নাম সৈয়দ ইয়ার আলী। ছাত্ররা বিক্ষোভ করার সময় সে ভিসির বাসভবনে প্রবেশ করে এবং বাধা-নিষেধ উপেক্ষা করিয়া ভিসির তালাবন্ধ শয়নকক্ষের দরজা ভাঙ্গার চেষ্টা করে। ভিসি ও অন্যান্য শিক্ষকের উদ্দেশ্যে গালাগাল করে। ইয়ার আলীর এই আচরণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলার পরিপান্থী। কাজেই তাহাকে এক বছরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহিষ্কার করা হইল।

আসাদুল্লাহ শরীফ মঈনের বিরুদ্ধে অভিযোগ, সে রাতের অন্ধকারে কলাভবনের একটি টেলিফোনের নম্বরে অবৈধ সংযোগ নিয়া কলাভবনের ছাদে বসিয়া অসংখ্যবার বিদেশে আত্মীয়স্বজনের সহিত কথা বলিয়াছে। সংশ্লিষ্ট টেলিফোন নম্বরটিতে অত্যধিক টাকার বিল আসার পর এক সন্ধ্যায় ঘটনা ধরা পড়ে। প্রক্টর ঘটনা তদন্তের পর শৃঙ্খলা পরিষদে রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্টের ভিত্তিতে সিণ্ডিকেটের সভায় মঈনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।